প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **ফেনী**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৬ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ**	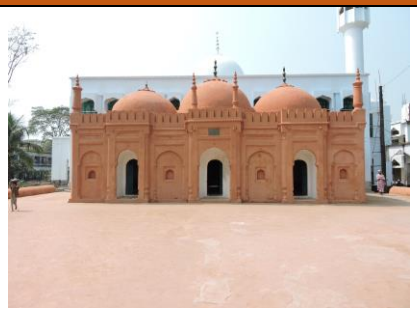	ফেনী সদর উত্তর খান বাড়ি	২৩°০৩'৩৪.৮" উ. ৯১°২০'২৮.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে ১৯৯৫	মোগল নায়েব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ফেনী অঞ্চলে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এ এলাকায় অনেক স্থাপনা তৈরি করেন। যার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো ফেনীর মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদটি। মসজিদের শিলালিপি অনুসারে, এর নির্মাণকাল ১৬৯০ সাল। মসজিদটি মোগল আমলের সমস্ত নির্মাণ শৈলী বহন করে আজও কালের স্বাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।
২.	**শর্শদী শাহী মসজিদ**		ফেনী সদর উত্তর খান বাড়ি	২৩°০৩'৪৯.০" উ. ৯১°২০'১৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে ১৯৯৫	ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট শর্শদী শাহী মসজিদ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৬ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রায় ৬ ফুট চওড়া দেয়ালবিশিষ্ট ও পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে।
৩.	**শমসের গাজীর কেল্লা**		ছাগলনাইয়া জগন্নাথ সানাপুর	২২°৫৭'৫৬.৮" উ. ৯১°৩৪'১৫.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে ১৯৯৫	বর্তমানে শমসের গাজীর টিলা নামে পরিচিত। এ কেল্লায় শমসের গাজীর নির্মিত গোপন সুড়ঙ্গপথ রয়েছে। জানা যায়, শমসের গাজী ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী এবং ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। তিনি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
৪.	**চাঁদ গাজী ভূঁঞার মসজিদ**		ছাগলনাইয়া মাটিয়াগোধা	২৩°০৫'০৩.৩" উ. ৯১°২৯'৪৫.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	বার ভূঁইয়াদের স্মৃতিবিজড়িত মুসলিম স্থাপত্য নির্দশন চাঁদগাজী ভূঁইয়া জামে মসজিদ। বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদগাজী ভূঁইয়া ছাগলনাইয়ার চাঁদগাজী এলাকায় ১১২৫ হিজরিতে (খ্রি.১৮ শতকে প্রথম দিকে) এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গম্বুজের উপরে পদ্ম কলসের নয়নাভিরাম নকশা করা হয়েছে। এছাড়া একই ধরনের স্থাপত্যশৈলীর ১২টি মিনার এবং দরজার উপরে পোড়ামাটির নকশা রয়েছে। মসজিদের সামনের অংশে শ্বেত পাথরের একটি

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ফলক রয়েছে।
৫.	**সাত মঠ**		ছাগলনাইয়া পশ্চিম ছাগলনাইয়া	২৩°০২'১৩.৫" উ. ৯১°৩০'৪২.৭" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধিঃ১৯/৯৪ ১৩ জুলাই ২০০২	ছাগলনাইয়ার জমিদার বিনোদ বিহারির বাড়ির পুকুরের এক কোণে রয়েছে ৭টি স্মৃতি মন্দির। স্থানীয়ভাবে এটি সাত মন্দির বাড়ি বা রাজবাড়ি বা সাত মঠ। ১৯৪৮ সালের দিকে জমিদার বিনোদ বিহারি কলকাতা চলে যান। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতকে নির্মিত প্রতিটি মঠের দেয়াল দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যময়।
৬.	**শিলুয়া ঢিবি (পাথর)**		ছাগলনাইয়া ইউনিয়ন: পাঠাননগর গ্রাম: মধ্য শিলুয়া	২৩°০১'১৪.৭" উ. ৯১°২৭'৩৫.৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District - wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page-21)*	হাজার বছরের স্মৃতি ধারণ করছে এ প্রাচীন শিলা পাথরের ধ্বংসাবশেষ। শিলা পাথরের গায়ে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ থেকে এখানে শিকারী আর্য জাতির পদচারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এ স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়।